Case name

TMA Pai Foundation vs. State of Karnataka and Ors. (implications on Education Regulation and Affiliation) (1993)

Case

অন্ধ্রপ্রদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, 1974 এবং এর অধীনে প্রণীত প্রকল্পগুলি।

Brief Summary

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে অন্ধ্রপ্রদেশের বেসরকারী অ-সাহায্যপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি যোগ্যতা নির্বিশেষে তাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে 50 শতাংশ আসনে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অধিকারী নয়। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে শিক্ষা একটি পেশা বা ব্যবসা বা ব্যবসার পরিবর্তে একটি মিশন এবং একটি পেশা হওয়া উচিত। এই রায়ে বাণিজ্যিকীকরণ রোধে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়।

Main Arguments

এই মামলার মূল যুক্তিগুলি অন্ধ্রপ্রদেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি এবং ফি নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ছিল। আবেদনকারীরা, বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি যুক্তি দিয়েছিল যে যোগ্যতা নির্বিশেষে তাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে 50 শতাংশ আসনে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অধিকার রয়েছে। উত্তরদাতারা, অন্ধ্র প্রদেশ সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে এটি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করার জন্য ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন ছিল।

Legal Precedents or Statutes Cited

সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সংবিধান, বিভিন্ন রাজ্য শিক্ষা আইন এবং অন্ধ্র প্রদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, 1974 সহ বিভিন্ন আইনি নজির এবং বিধির উপর নির্ভর করেছিল।

Quotations from the court

"শিক্ষা তার প্রকৃত চেতনায় একটি পেশা বা ব্যবসা বা ব্যবসার পরিবর্তে একটি মিশন এবং একটি পেশা, পরবর্তী দুটি

শব্দের অর্থ যতই বিস্তৃত হোক না কেন।" "ব্যবস্থাপনার বিচক্ষণতাই মূলত শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের দিকে পরিচালিত করেছে। অভিযোগ করা বেশ কয়েকটি অসুস্থতার মূলে রয়েছে বিচক্ষণতা। "

Present Court's Verdict

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে অন্ধ্রপ্রদেশের বেসরকারী অ-সাহায্যপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি যোগ্যতা নির্বিশেষে তাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে 50 শতাংশ আসনে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অধিকারী নয়। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনায় বিচক্ষণতা শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের দিকে পরিচালিত করেছে। আদালত বলেছে যে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফি আদায়ের জন্য যে প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে তা নির্দেশিকাগুলির প্রকৃতির, যা উপযুক্ত সরকার এবং স্বীকৃত ও অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ আরোপ করবে।

Conclusion

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর আদালতের জোর দেওয়া একটি স্বাগত উন্নয়ন। রায়টি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে যা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করে।